দৈনিক ইনকিলাব

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন চাই

বিশ্ব সভ্যতা এখন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। শিক্ষাঙ্গনগুলো আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। সর্বত্র পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখনো পশ্চাৎপদতার তিমিরে রয়েছে। দেশের প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি সেশন শেষে কনভোকেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন দেশের প্রধানমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপতি। এছাড়াও মন্ত্রী, শিক্ষাবিদসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। শিক্ষাশেষে চমৎকার পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে এদের হাত থেকে শিক্ষা সমাপনী সনদ গ্রহণ করার দৃশ্য টিভির পর্দায় যখন ভেসে আসে তখন এ দৃশ্য কত যে নয়নাভিরাম, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ এ ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চরম অবহেলা ও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কনভোকেশন অনুষ্ঠিত হয়নি। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও একথাই সত্য। বিশেষ করে যখন স্নেহভাজন ছোট ভাই-বোনেরা প্রশ্ন করে 'ভাইয়া, তোমরাও বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়েছ! কৈ তোমাদের সেই সজ্জিত পোশাকে বা তার ছবি?' অথচ টিভি-তে তো দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কনভোকেশনের অনুষ্ঠান দেখা যায়? তখন সকরুণ চোখে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কোন কিছু উত্তর দেয়ার থাকে না। তখন নিজেকে খুবই অসহায় ও লজ্জিত মনে হয়। দুর্ভাগা মনে হয় নিজেকে জাবি ছাত্র হিসেবে। উল্লেখ্য যে, কনভোকেশন অনুষ্ঠিত না হবার কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ পর্যন্ত কাউকে মূল সনদপত্র প্রদান করেনি। 'মূল সনদপত্রের' অভাবে অনেককে বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে ও হচ্ছে।

বিষয়টির প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জরুরী দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি। এ ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ডঃ খলিলুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'বিগত ১০ বছরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লাখ লাখ শিক্ষার্থী বের হয়ে গেছে। তাদের সেই সাময়িক সার্টিফিকেট জমা নিয়ে মূল সার্টিফিকেট দেয়া দুরূহ কাজ। সঠিক ব্যক্তি যে সঠিক সার্টিফিকেট পাবে কিনা তারও নিশ্চয়তা দেয়া দুরূহ। একদম অসাধ্য নয়, তবে অত্যন্ত কঠিক কাজ। আমরা এ ব্যাপারে নতুন করে ভাবছি। আমরা ভবিষ্যতে গ্রুপ বাই গ্রুপ দেয়া যায় কিনা, চিন্তা-ভাবনা করছি।

❑ সামছুল আলম